International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Impact Factor: 6.8
Volume-XII, Issue-II, March 2026, Page No. 148-156
Published by Scholar Publications, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.vol.12.issue.02W.206

ভারতীয় সংস্কৃতিতে মানবীয় মূল্যবোধ রূপে ধর্ম: একটি পর্যালোচনা

দীপা রবিদাস

গবেষক, দর্শন বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 31.01.2026; Accepted: 05.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Scholar Publication. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Ethics, one of the branches of philosophy, is a normative science concerned with the conduct of human beings in society. It appraises human actions in terms of concepts such as right and wrong, good and bad. From a very early period, ethical discussion has occupied a distinct and significant role in Western philosophy. In contrast, within the Indian philosophical system, ethics has not been acknowledging as an independent philosophical discipline. However, this does not mean that moral discussion has been neglected in Indian philosophy. On the contrary, from ancient times, eminent Indian thinkers have discussed with great insight the forms of conduct prescribed by the scriptures and the principles by which such conduct is determined, across religious texts, śruti, smṛti, Purāṇas, and the classical philosophical systems. In India's spiritual and cultural tradition, the term 'Dhārma' has been occupied in place of the concept of ethics or morality. In this sense, Western "Morality" and Eastern "Dhārma" may be regarded as same concepts. So, in this paper, the term 'Dhārma' is employed exclusively in the sense of morality. With this objective, an attempt has been made to examine the characteristics of dhārma as articulated in the Indian tradition, particularly in the Vaiśeṣika and Mīmāṃsā schools of philosophy, and to analysis the concept of dhārma from the perspectives of the Śrīmad Bhagavad Gītā, the Manusmṛti, and the Mahābhārata. In the Bhagavad Gītā, the Mahābhārata, and the Manusmṛti, 'Dhārma' primarily signifies moral or human values – an understanding that constitutes the central focus of this paper.
Keywords: Dhārma, Human values, Virtue, Duty, Society

ভূমিকা:

দর্শনের অন্যতম শাখা নীতিশাস্ত্র হল সমাজস্থ মানুষের আচরণ সম্বন্ধীয় একটি আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান, যা মানুষের আচরণকে উচিত-অনুচিত, ভালো-মন্দের ধারণা অনুসারে বিচার করে[১]। অতি প্রাচীন কাল থেকেই পাশ্চাত্য দর্শনে নৈতিক আলোচনা একটি পৃথক স্থান অধিকার করে থাকলেও ভারতীয় ঐতিহ্যে নীতিশাস্ত্র বলে স্বতন্ত্র কোনও শাখা স্বীকার করা হয়নি। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, ভারতবর্ষের দর্শনে নৈতিক আলোচনা কোনও গুরুত্ব লাভ করেনি। বরং বলা যায়, অতি প্রাচীন কাল থেকেই ভারতবর্ষের মহান চিন্তাবিদেরা বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রে, শ্রুতিশাস্ত্রে, স্মৃতিশাস্ত্রে, পুরাণে এবং প্রাচীন দর্শন সম্প্রদায়গুলিতে অতি বিচক্ষণতার সঙ্গে ব্যক্তির কোন কোন আচরণ শাস্ত্রবিহিত এবং সেগুলি নির্ধারণের রীতি-নীতি বিষয়ে আলোচনা করেছেন। এই সকল তথ্যসমৃদ্ধ, যুক্তিপূর্ণ তত্ত্বালোচনা যুগের পর যুগ ধরে মানুষকে নীতিবোধে উদ্বুদ্ধ করছে এবং সেগুলি কীরূপে সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হবে তার দিকদর্শনেও সহায়তা করে চলেছে। তবে নৈতিকতা বিষয়ে ভারতীয় ধারণাটি পাশ্চাত্যের Morality বা নৈতিকতার থেকে বহু অংশে ভিন্ন। ভারতবর্ষে আধ্যাত্মিক সংস্কৃতিতে নৈতিকতার

পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছে 'ধর্ম' শব্দটি। এই অর্থে পাশ্চাত্যের *'Morality'* এবং প্রাচ্যের 'ধর্ম' যেন সমপর্যায়ভুক্ত। এই প্রসঙ্গে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের একটি উক্তির উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি তাঁর *ধর্ম্মতত্ত্ব* গ্রন্থে লিখেছেন, 'ইংরেজ যাহাকে Morality বলে আমরা তাহাকেও ধর্ম্ম বলি'[২]। তবে ধর্ম প্রত্যয়টি যে কেবল নৈতিকতা অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে তা নয়। ধর্ম নানার্থবোধক একটি শব্দ। নানাবিধ অর্থের মধ্যে ছয়'টি অর্থকে সুস্পষ্টরূপে উল্লেখ করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। যথা- (১) রিলিজিয়ন; যেমন বৌদ্ধধর্ম, হিন্দুধর্ম, ইসলাম ধর্ম ইত্যাদি। (২) Morality বা নৈতিকতা; (৩) ধর্মাত্মা ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ সদ্‌গুণ; (৪) শাস্ত্রসম্মত বা নীতি বিহিত কর্ম; (৫) বস্তু বা ব্যক্তির স্বাভাবিক গুণ; যেমন - আগুনের ধর্ম দহন ক্রিয়া, জলের ধর্ম তৃষ্ণা নিবারণ করা, মানুষের ধর্ম মনুষ্যত্ব ইত্যাদি। (৬) কোনও দেশ, জাতি, কূলের আচার ও ব্যবহার।[৩] এই গবেষণা পত্রে 'ধর্ম' শব্দটিকে কেবল নৈতিকতা অর্থেই গ্রহণ করা হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে ভারতীয় ঐতিহ্যে বিশেষ করে বৈশেষিক দর্শন ও মীমাংসা দর্শনে প্রদত্ত ধর্মের লক্ষণ এবং *শ্রীমদ্ভগবদগীতা, মনুসংহিতা* ও *মহাভারত*- এর দৃষ্টিকোণ থেকে ধর্মের ধারণাটিকে মূল্যায়ন করার প্রয়াস করেছি। লক্ষ্য করা যায় যে, বৈশেষিক দর্শনে সর্বোচ্চ কল্যাণ বা নিঃশ্রেয়স যাকে আমরা মোক্ষ বা মুক্তি বলি, তার সাধন রূপে ধর্মের ধারণাটি ব্যাখ্যাত হয়েছে এবং মীমাংসা দর্শনে বেদবাক্যের জ্ঞাপক অর্থে ধর্মকে গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু *শ্রীমদ্ভগবদগীতা, মহাভারত* এবং *মনুসংহিতা*- তে প্রাথমিকভাবে ধর্মের অর্থ হল নৈতিক মূল্য বা মানবিক মূল্য; যা এই গবেষণা পত্রের মূল আলোচ্য বিষয়।

মূল আলোচনা:

ভারতীয় সাহিত্য ও দর্শনের আলোচনায় 'ধর্ম' একটি বহুমাত্রিক শব্দ, যা ভারতীয় সংস্কৃতির প্রকৃতিকে প্রতিফলিত করেছে। যে আধ্যাত্মিক সত্যের উপর ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতি ভিত্তি করে রয়েছে তার তাৎপর্য প্রতিফলিত হয়েছে 'ধর্ম' শব্দের দ্যোতনায়। প্রশ্ন ওঠে ভারতীয় সংস্কৃতি যে নৈতিক ভাবনায় অনুপ্রাণিত তা কি কেবলই আধ্যাত্মিক সত্যের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত, না কি এই নৈতিক ভাবনা জীবনকেও সমভাবে গুরুত্ব প্রদান করেছে? এ আলোচনা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক, যেহেতু ভারতীয় সংস্কৃতি জীবন বিমুখ এবং নৈতিকতা মোক্ষের অভিমুখী– এমন অভিযোগ ওঠে। সে কারণেই ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক সংস্কৃতিতে নৈতিকতার আলোচনা প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হয় 'ধর্ম' শব্দটি। লক্ষ্য করা যায় ভারতীয় সাহিত্য ও দর্শনে 'ধর্ম' শব্দটির দ্বারা একক কোনও অর্থ সূচিত হয় না। এই জন্য কবি সাহিত্যিক বুদ্ধদেব বসু বলেছেন, ধর্ম শব্দটি একটি দ্বিমাত্রিক ভারবান শব্দ। যা সূক্ষ্ম, অনির্ণেয় এবং বহুরূপী ধারণা। কেননা, যুগে যুগে বিভিন্ন দার্শনিক এবং ধার্মিক ব্যক্তিরা ধর্মের বিবিধ অর্থ প্রকাশ করেছেন। সংস্কৃতে 'ধৃ' ধাতুর সঙ্গে 'মন' প্রত্যয় যুক্ত করে 'ধর্ম' শব্দের উৎপত্তি। 'ধৃ' ধাতুর অর্থ 'ধরে রাখা', যেমনটি শন্তিপর্বে যুধিষ্ঠিরকে উত্তর দেওয়ার সময় ভীষ্ম বলেছেন, যা বিশ্বকে ধারণ করে আছে, যা সমগ্র বিশ্বের শৃঙ্খলাকে রক্ষা করে, যা ছাড়া সমগ্র বিশ্বের পতন হবে, তাই ধর্ম।[৪] এছাড়াও ধর্ম শব্দটিকে আরো নানা অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। সাধারণ অর্থে, মানুষ যখন ধর্ম শব্দটি গ্রহণ করে, তখন ধর্ম ঈশ্বরের সাথে সম্পর্কিত। এই অর্থে ধর্ম বলতে বোঝায়, কিছু বিধি, ভক্তিমূলক আচরণ, প্রার্থনা, পূজা-অর্চনা, হোম-যজ্ঞ ইত্যাদি; যা আমাদেরকে ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত করতে সহায়ক। কাজেই, এই অর্থে ধর্ম যেন আচার-অনুষ্ঠানের সমষ্টি। কিন্তু ভারতীয় নৈতিকতা প্রসঙ্গে 'ধর্ম' শব্দটি আরো ব্যাপক অর্থ বহন করে। সেখানে 'ধর্ম' হল কিছু নৈতিক মূল্যবোধের (Moral Valnes) সমষ্টি বা বলা যায়, ধর্ম হল নৈতিক মূল্যবোধের সাধারণ নাম। নৈতিক মূল্যবোধগুলি হল– i) সদ্‌গুণ (virtue); ii) কর্তব্য (Duty); iii) নৈতিক মানদণ্ড (Moral Standard) এবং iv) নিয়ম বা আইন বা নীতি (Law)। এই সকল ধারণাগুলি নৈতিক মূল্যবোধের অন্তর্ভুক্ত এবং এগুলি ব্যক্তিগত ও সামাজিক কল্যাণের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত। এই অর্থে ধর্ম বলতে বোঝায় নৈতিক মূল্যবোধকে, যা

সামাজিক কল্যাণ এবং মানুষের কল্যাণে অবদান রাখে। তাই আচার-অনুষ্ঠান এবং ঈশ্বরের ধারণা তখনই ধর্মের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে যখন সেগুলি একজন ব্যক্তিকে তার জীবনযাপনে নৈতিক ভাবে অগ্রসর হতে সাহায্য করে।

ভারতীয় দর্শনে বিশেষত বৈশেষিক দর্শন এবং মীমাংসা দর্শনে ধর্মকে সুনির্দিষ্টভাবে এবং সুন্দরভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। বৈশেষিক দর্শনে ধর্মের স্বরূপ নিরূপণ করতে গিয়ে মহর্ষি কণাদ বলেছেন– *‘যতোহভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃ স ধর্মঃ’* (বৈঃ সুঃ ১/১/২)। এই সূত্রটিকে শঙ্কর মিশ্র উপস্কার টীকায় দুটি অর্থে ব্যাখ্যা করেছেন। প্রথম অর্থে, যা থেকে অভ্যুদয় অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ মোক্ষের সিদ্ধি হয়, তাই ধর্ম।[৫] এখানে অভ্যুদয় অর্থে উন্নত অবস্থাকে বোঝানো হয়েছে, আর তত্ত্বজ্ঞানই উন্নত অবস্থা। তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা যা মুক্তির সাধক হয় তাই ধর্ম – এটাই ধর্মের লক্ষণের প্রথম অর্থ। এক্ষেত্রে ধর্ম বলতে কেবল নিবৃত্তি মূলক ধর্মকে বোঝানো হয়েছে। নিবৃত্তিমূলক ধর্ম হল তাই যা চিত্তবৃত্তি নিরোধের কথা বলে। অথচ, ধর্মের দ্বিতীয় অর্থের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, ‘যা থেকে অভ্যুদয় অর্থাৎ সুখস্বরূপ স্বর্গ এবং নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিরূপ মুক্তি হয় তাই ধর্ম’।[৬] এখানে অভ্যুদয়ের অর্থ সুখ এবং প্রবৃত্তি ধর্ম ও নিবৃত্তি ধর্ম– উভয় ধর্মই এই লক্ষণের লক্ষ্য।

আবার *মীমাংসা সূত্র* -এ মহর্ষি জৈমিনি ধর্মের স্বরূপ নির্ণয় প্রসঙ্গে বলেছেন, ‘*চোদনালক্ষণঃ অর্থ ধর্মঃ*’[৭] অর্থাৎ চোদনা বা বেদবাক্য যার লক্ষণ বা জ্ঞাপক তাই ধর্ম।[৮] বেদ কর্তৃক অনুমোদিত যাগযজ্ঞাদি কর্মকে ধর্ম বলা হয়। এই সূত্রটিকে বিশ্লেষণ করে ভাষ্যকার শবরস্বামী ধর্মের স্বরূপ ও প্রমাণ উভয় প্রদর্শন করেছেন। তিনি ‘চোদনা’[৯] বলতে বুঝিয়েছেন, বিধায়ক বেদবাক্যকে। প্রবর্ত্তক বা নিবর্ত্তক বেদবাক্যের দ্বারা যা জ্ঞাপিত, এরূপ অর্থ অর্থাৎ নি:শ্রেয়স বা কল্যাণের হেতু হল ধর্ম।[১০] ধর্ম পুরুষকে নি:শ্রেয়সের সঙ্গে সংযুক্ত করে।[১১] ভাষ্যকারের মতে, সূক্তোক্ত ‘চোদনালক্ষণ’ শব্দের দ্বারা ধর্মের প্রমাণ প্রদর্শন করা হয়েছে। যেহেতু সূত্রকার ‘*সৎসম্প্রয়োগে পুরুষস্য ইন্দ্রিয়ানাং বুদ্ধিজন্ম তৎ প্রত্যক্ষনিমিত্তং বিদ্যমানোপলম্ভনত্বাৎ*’[১২]– সূত্রের দ্বারা দেখিয়েছেন যে, বেদবাক্য ছাড়া অন্য কোনো প্রমাণ ধর্মের সাধক হতে পারে না। আবার *‘ঔৎপত্তিকস্ত শব্দ স্যার্থেন সম্বন্ধস্তস্য জ্ঞানমুপদেশোহব্যতিরেকশ্চার্থেহনুপলব্ধে তৎ প্রমাণং বাদরায়ণস্যানপেক্ষাত্বাৎ’*[১৩]– সূত্রের দ্বারা দেখিয়েছেন যে, ধর্মে বেদ বাক্য অবশ্যই প্রমাণ, অপ্রমাণ নয়। সূক্তোক্ত ‘অর্থ’ শব্দের দ্বারা ধর্মের স্বরূপ বিবক্ষিত হয়েছে। *শবরভাষ্য*- এ বলা হয়েছে, ‘*য এব শ্রেয়স্করঃ, স এব ধর্মশব্দেনোচ্যতে*’[১৪]। অর্থাৎ যা অনর্থ নয়, অর্থ অর্থাৎ শ্রেয়স্কর ও বিধিবোধিত তাকে শবরস্বামী ধর্ম বলেছেন। কাজেই ভাষ্যকারের মতে, বেদবিহিত স্বর্গাদি ফলের সাধন যাগাদি কর্মই হল ধর্ম।

তবে ধর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল যা আমাদের যথার্থভাবে বাঁচতে সাহায্য করে। যদি কোনো কিছু আমাদের সমাজের কল্যাণের সঙ্গে যুক্ত না হয় তাহলে তাকে ধর্ম বা নৈতিকতা হিসাবে গ্রহণ করা যায় না। তাই সেই অর্থে বৈশেষিক ও মীমাংসক প্রদত্ত ধর্মের ধারণাটি নৈতিকমূল্য রূপে বর্তমান সমাজে কতটা প্রাসঙ্গিক সেই প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ। তাই এর বিকল্পে আমরা যদি *শ্রীমদ্ভগবদগীতা, মনুসংহিতা, মহাভারত*-এর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি তাহলে দেখব যে, সেখানে ‘ধর্ম’ বলতে কিছু সদাচার, সুনীতি পালনকে বোঝানো হয়েছে; সেখানে ‘ধর্ম’ নৈতিক মূল্যের তথা মানবিক মূল্যবোধের অতিরিক্ত কিছু নয়। এই প্রসঙ্গে আমি আমাদের ঐতিহ্যে বর্ণিত নৈতিক মূল্যবোধগুলি অনুসন্ধান করব এবং দেখাবো এই মূল্যবোধগুলি কিভাবে ব্যক্তিগত ও সামাজিক কল্যাণের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত।

শ্রীমদ্ভগবত গীতা-তে ‘ধর্ম’ শব্দটি কর্তব্য এবং নৈতিক সদ্‌গুণ– এই দুটি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথম অর্থের উল্লেখ পাই যখন গুরুজন ও প্রিয়জনদের প্রাণ বিনাশের চিন্তায় অর্জুনের চিত্ত বিষন্ন হয়ে উঠেছে তখন শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হয়ে অর্জুন তাঁকে সেই অবস্থায় তাঁর প্রকৃত ধর্ম কি– সেই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেন।[১৫]

অর্থাৎ তাঁর প্রকৃত ধর্ম তথা কর্তব্য সম্পর্কে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছেন তাই শ্রীকৃষ্ণ যেন তার জন্য সর্বোত্তম কর্তব্য নির্ধারণ করে দেন সেই জন্য তাঁর শরণাপন্ন হয়েছেন উপদেশ গ্রহণ করতে। আর ধর্মকে নৈতিক সদ্‌গুণ রূপে লক্ষ্য করি *ভগবদ্গীতা*- র বারো নামক অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে, যেখানে শ্রীকৃষ্ণ বলেন– "তু ধর্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্যুপাসতে। শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেহতীব মে প্রিয়া"।[১৬] অর্থাৎ যে সকল ব্যক্তি শ্রদ্ধাবান ও মৎপরায়ণ হয়ে অমৃততুল্য ধর্মের অনুষ্ঠান করেন, সেই সকল ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণের অতীব প্রিয়। এখানে 'ধর্মামৃতং' বলতে অমৃততুল্য ধর্মকে বোঝানো হয়েছে। যা কতকগুলি নৈতিকগুণ বা মূল্যবোধকে নির্দেশ করে। সেই অমৃততুল্য ধর্ম বা নৈতিক মূল্যবোধগুলি (মানবীয় মূল্যবোধ) কি– তা শ্রীকৃষ্ণ উল্লেখ করেছেন বারোতম অধ্যায়ের তেরো থেকে উনিশ নং শ্লোকে অর্থাৎ উপরিউক্ত শ্লোকের পূর্বোক্ত শ্লোকগুলিতে[১৭]। সেখানে উল্লিখিত মূল্যবোধ গুলি হল– ১) কোনও প্রাণীর প্রতি বিদ্বেষ বা ঘৃণার মনোভাব না রাখা (অদেষ্টা সর্বভূতানাম্), সকল প্রাণীর প্রতি মৈত্রীভাবাপন্ন হওয়া (মৈত্র), দয়াবান হওয়া (*করুণা*), মমত্ববুদ্ধিহীন হওয়া বা নিরাসক্ত হওয়া (নির্মমো), অহংকারশূন্য হওয়া (নিরহঙ্কার*),* সুখে ও দুঃখে সমচিত্ত বা সমান মনোভাব সম্পন্ন হওয়া (সমদুঃখসুঃখ), ক্ষমাশীল হওয়া (ক্ষমী), সর্বদা আনন্দে বা সন্তুষ্ট থাকা (*সদানন্দ*), সমাহিত চিত্ত বা একাগ্র চিত্তের অধিকারী হওয়া (যোগী), সংযত স্বভাব সম্পন্ন হওয়া (যতাত্মা), দৃঢ় বিশ্বাসী হওয়া (দৃঢ় নিশ্চয়)। এছাড়াও কোনো প্রাণীর দ্বারা উদ্বেগ প্রাপ্ত না হওয়া, কারোর দ্বারা উত্যক্ত না হওয়া, হর্ষ-অমর্ষ-ভয়-উদ্বেগ থেকে সর্বদা মুক্ত হওয়া, কোনো ইষ্ঠ বস্তুলাভে আনন্দিত না হওয়া, অপ্রাপ্য বস্তুলাভের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করা, শত্রু-মিত্রে, মানে-অপমানে, শীত-উষ্ণে, সুখ-দু:খে সমভাব সম্পন্ন হওয়া, সকল বিষয়ে আসক্তি বর্জন করা, সংযত হওয়া, স্থির চিত্তের অধিকারী হওয়া ইত্যাদি নৈতিক সদ্‌গুণ বলে বর্ণিত হয়েছে। এই সকল অনুশীলন ব্যক্তি ও সমাজের জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ। কাজেই, এই দুটি দৃষ্টিকোণ থেকে *ভগবদ্গীতা*-র 'ধর্ম' মানবিক মূল্যবোধ ও কর্তব্যের নির্দেশক রূপে বিবেচিত।

এছাড়াও, *শ্রীমদ্ভগবদগীতা* -য় আরো কিছু নৈতিক মূল্যবোধের উল্লেখ পাই যখন অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করেন, স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ কি? তখন উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, "প্রজহাতি যদা কামান্ সর্বান্ পার্থ মনোগতান্। আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্ত দোচ্যতে"।[১৮] অর্থাৎ কোনও ব্যক্তি সকল প্রকার মনোগত কামনা-বাসনা পরিত্যাগ করে নিজেতেই সন্তুষ্ট থাকলে তাঁকে স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি বলে। এই শ্লোকের মাধ্যমেও যা বলা হয়েছে, তা প্রকৃতপক্ষে এক গভীর নৈতিক মূল্যবোধের প্রতিফলন। এর দ্বারা আত্মতৃপ্তি বা আত্মতুষ্টি যে মানবজীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি নৈতিক মূল্যবোধ– তা স্পষ্ট হয়। এর পরবর্তী শ্লোকগুলিতে আমরা আরো দশটিরও বেশী নৈতিক মূল্যবোধের উল্লেখ পাই, যেগুলি আত্মতুষ্টির সম্প্রসারণ। মূল্যবোধ গুলি হল– (১) দুঃখে উদ্বেগ শূন্য চিত্তে থাকা (দুঃখেষু অনুদ্বিগ্নমনা); (২) সুখে স্পৃহাশূন্য থাকা (সুখেষু বিগতস্পৃহ); (৩) অনুরাগ, ভয় ও ক্রোধশূন্য হওয়া (বিতরাগ-ভয়ক্রোধ); (৪) মমতা শূন্য হওয়া (অনভিস্নেহ); (৫) ইন্দ্রিয়ের নিজ নিজ বিষয় থেকে ইন্দ্রিয়গুলিকে প্রত্যাহার করে নেওয়া (ইন্দ্রিয়ানি সর্বশঃ সংহরতে ইন্দ্রিয়ার্থেভ্য); (৬) মনকে নিজের বশবর্তী রাখা (বিধেয়াত্ম); (৭) কামনা ত্যাগ করা (বিহায় কামান); (৮) স্পৃহা শূন্য হওয়া (নিঃস্পৃহ); (৯) নিরাসক্ত হওয়া (নির্মমো); (১০) অহংকার না থাকা (নিরহঙ্কার)।

এছাড়াও গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়েও কিছু নৈতিক মূল্যবোধের কথা নিহিত আছে, যেখানে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে প্রকৃত জ্ঞানী ব্যক্তির লক্ষণ প্রসঙ্গে কিছু নৈতিক গুণাবলীর উল্লেখ করেছেন। সেগুলি হল- নম্রতা বা স্পৃহাহীন হওয়া (অমানির্ত্বম্), অহংকার শূণ্য হওয়া (অদম্ভিত্বম্), অহিংসা, ক্ষমা (*ক্ষান্তি*), সরলতা (আর্জবম), গুরু বা আচার্যকে সেবা করা (আচার্যোপসনং), শুচিতা বা পবিত্রতা পালন করা (শৌচ), সৎ কার্যে একনিষ্ঠ হওয়া (স্থৈর্যম্), আত্মসংযম (আত্মবিনিগ্রহ), ইন্দ্রিয় ভোগ্যবিষয়ে বৈরাগ্য (ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যম্), বিষয়ে আসক্তি না

থাকা (*আসক্তি*), ইষ্ট বা অনিষ্ট লাভে সর্বদা চিত্তের সমান ভাব রাখা (ইষ্টানিষ্ট উপপত্তিষু নিতং সমচিত্তত্বং), আত্মজ্ঞানে নিষ্ঠাবান হওয়া (অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্ব), তত্ত্বজ্ঞানের অনুসন্ধানে নিয়ত প্রবৃত্ত থাকা (তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম)।[১৯]

গীতার চতুর্দশ অধ্যায়ে ২২ থেকে ২৫ নং শ্লোকেও[২০] প্রকৃতির ত্রিগুণ অতিক্রম করার জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক মূল্যবোধের বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে শ্রীকৃষ্ণ একজন ব্যক্তির লক্ষণ হিসাবে যে গুণাবলীর কথা বলেছেন, তা প্রকৃতির গুণ অতিক্রম করতে সাহায্য করে এবং সেই সঙ্গে একজন ব্যক্তির মন, শরীর ও আত্মার শান্তি ও স্থিরতা লাভ করতেও সহায়ক হয়। এই মূল্যবোধগুলির মধ্যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ মূল্যবোধের উল্লেখ নীচে করা হল - দ্বেষ না করা (ন দ্বেষ্টি), আকাঙ্ক্ষা না করা (ন কাঙ্ক্ষতি), উদাসীন হয়ে বা স্থিত হয়ে অবস্থান করা (উদাসীনবৎ আসীনঃ), সত্ত্বাদিগুণ কার্য সুখদুঃখাদি কর্তৃক বিচলিত না হওয়া (গুণৈঃ ন বিচাল্যতে), চঞ্চল না হওয়া (ন ইঙ্গতে), আত্মরূপে স্থিত হওয়া (স্বস্থ), মৃত্তিকা, প্রস্তর এবং স্বর্ণ যার কাছে সমান (সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ), প্রিয় ও অপ্রিয় বিষয়ে সমবুদ্ধিসম্পন্ন হওয়া (তুল্য প্রিয় অপ্রিয়), ধৈর্যবান হওয়া (*ধীর*), প্রশংসা এবং নিন্দা– উভয়কেই সমানভাবে দেখা (তুল্য নিন্দাত্মসংস্ততিঃ), সর্বপ্রকার উদ্যম পরিত্যাগী (সর্বারম্ভপরিত্যাগী) অর্থাৎ ফলাফলের প্রতি কোনো আগ্রহ না রেখে নিজ কর্তব্য পালন মনোযোগী হওয়া।

এই নৈতিক মূল্যবোধগুলি নিয়ে আমরা গভীর চিন্তন করলে দেখা যায় যে, এগুলি শুধুমাত্র ব্যক্তির উন্নতির জন্য নয়, সমাজের কল্যাণের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। যিনি এই মূল্যবোধগুলি অর্জন করেছেন তিনি কোনও অবস্থায় সমাজের ও সমাজস্থ কোন প্রাণীর অনিষ্ট কামনা করতে পারেন না। এই মূল্যবোধগুলি মানবজীবনে শান্তি, সম্প্রীতি, শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করে। এর মাধ্যমে ব্যক্তি এবং সমাজের মধ্যে সম্পর্কের উন্নতি ঘটে এবং সামাজিক সমস্যাগুলি দূর হয়। এখানে উল্লেখ্য যে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে এই মূল্যবোধগুলির উপদেশ দিলেও এর প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল সমাজে এই মূল্যবোধের শিক্ষার বার্তা পৌছে দেওয়া।

এখন, *মহাভারত* -এ 'ধর্ম' শব্দটিকে কীরূপে ব্যাখ্যাত হয়েছে তা আলোচনা করা যাক। মহাভারত- এ ধর্ম কেবল ব্যক্তি বা সমাজের কল্যাণের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়, বিশ্বের সমস্ত জীবের কল্যাণের কথা চিন্তা করাই ধর্ম। ধর্মের প্রকৃত উদ্দেশ্য হল, সমগ্র বিশ্বের কল্যাণের কথা চিন্তা করা এবং সকল প্রাণীর প্রতি মৈত্রীভাব বা বন্ধুত্বপূর্ণতার মনোভাব সঞ্চার করা।[২১] এছাড়াও *মহাভারত*- এ মানব কল্যাণের জন্য মিথ্যা কথা বলারও অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। *মহাভারত* অনুসারে যে মিথ্যা মানুষের কল্যাণের সহায়ক, তা বৈধ।[২২] স্পষ্টতই এক্ষেত্রে ধর্ম কেবল সত্য প্রচারের মধেই ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নয়।

মহাভারত-এও মানবিক মূল্যবোধের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সেখানে নৈতিক মূল্যবোধ, সৎ আচরণ, এবং কর্তব্য যেমন - ত্যাগ, দান, তপস্যা, ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্ত্রণ, উৎসর্গের চেতনা, গুরুর প্রতি আনুগত্য, সমস্ত প্রাণীর প্রতি করুণা এবং অহিংসা ইত্যাদিকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করা হয়েছে। এছাড়াও ঈর্ষাহীনতা, ক্ষমা, শান্তি, সন্তুষ্টি এবং শিষ্ঠাচারকেও সৎ আচরণের অংশ হিসেবে গ্রহন করা হয়েছে। এছাড়াও সরলতা, করুণা, অহংকারহীনতা, লজ্জাবোধ, ধৈর্য ইত্যাদি গুণাবলীও মহাভারত - এ বিশেষ তাৎপর্যবহ। আর এই সমস্ত নৈতিক গুণসম্পন্ন ব্যক্তিদের ধার্মিক বলে বিবেচনা করা হয়েছে মহাভারত- এ। অপরদিকে, কৃপণতার ধারণাটিকেও মহাভারত- এ বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কৃপণতা এমন একটি গুণ, যা সংকীর্ণ মনোভাবের প্রতীক। কৃপণ ব্যক্তির মনোভাব কখনোই ধর্মীয় গুণ বলে গ্রহণযোগ্য নয়। যেহেতু ত্যাগের অভাব একজন ব্যক্তিকে সংকীর্ণ ও আত্মকেন্দ্রিক করে তোলে। এই কৃপণ মনোভাব বিশেষত অন্য ধর্মের প্রতি সহনশীলতার অভাবকে নির্দেশ করে। কিন্তু ধর্মের প্রকৃত অভিপ্রায় হল, মানবিক সহনশীলতা, পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং সমাজের কল্যাণে একত্রিত হওয়া। কাজেই, মহাভারত- এ 'ধর্ম' বলতে নৈতিক গুণাবলীকে বোঝালেও তা এমন এক

আদর্শকে বোঝায়, যা ব্যক্তির ও সমাজের মঙ্গলকামী। এই মতে ধর্মের প্রাথমিক উদ্দেশ্যই হল সমাজের শান্তি ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠা করা যার জন্য আমাদের সব ধরণের কৃপণতা, সংকীর্ণতা ও সহিংসতা পরিত্যাগ করতে হবে। ধর্ম বিষয়ে অনুরূপ চিন্তাধারা প্রতিফলিত হয় মনুসংহিতা- তেও। তবে সেক্ষেত্রে ধর্মের ধারণাটি কোনও শাশ্বত ধারণা নয়; বরং এর প্রকৃতি ক্রমাগত পরিবর্তনশীল। কিন্তু মনুর মতেও যা মানবতার কল্যাণের সঙ্গে সংযুক্ত তাই ধর্ম। তিনি বলেন, ধর্ম আসক্তি-বিদ্বেষ প্রভৃতি দোষমুক্ত, সাধুচরিত্র, ধার্মিক এবং বেদপারদর্শী পণ্ডিতগণ কর্তৃক সর্বদা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে এবং এর অনুষ্ঠান বিদ্বানগণ করে থাকেন বিবেকের দ্বারা বা হৃদয়ের অনুজ্ঞা দ্বারা।[২৩] যাঁরা প্রকৃত ধার্মিক প্রকৃতির তাঁদের মধ্যে তেরোটি নৈতিকগুণাবলী থাকার কথা মনুসংহিতায় বলা হয়েছে, সেগুলি হল- ১) ব্রহ্মণ্যতা- 'ব্রহ্মণ্যতা' শব্দের অর্থ ব্রহ্ম-এর সত্তা বা অবস্থা। ব্রহ্মণ্যতা বলতে কোনো ব্যক্তির বা সত্তার ব্রহ্মের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার অবস্থাকে বোঝায়, যা ব্রহ্ম-এর গুণাবলী বা স্বরূপ উপলব্ধি করাকে বোঝায়; ২) দেবপিতৃভক্তি- দেবতা ও পিতৃপুরুষদের ভক্তি ও শ্রদ্ধা করা ; ৩) সৌমতা- শান্ত, কোমল, মৃদু ও ধার্মিক মনোভাব সম্পন্ন হওয়া; ৪) অপরোপতাপিতা- অপরের সেবা করা; ৫) অনসূয়তা- অপরের প্রতি ঈর্ষা না করা; ৬) মৃদুতা- মনোভাবে স্নিগ্ধতা বজায় রাখা; ৭) অপরুষ্য- অপরকে নিগ্রহ বা দমন না করা; ৮) মৈত্রতা- সকল প্রাণীর প্রতি মৈত্রী ভাবাপন্ন বা বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করা; ৯) প্রিয়ম্বাদিত্ব- প্রিয় কথন বলার ক্ষমতা; ১০) কৃতজ্ঞতা- সকল কিছুর জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা; ১১) শরণ্যতা- ঈশ্বরের শরণাপন্ন হওয়া; ১২) কারুণ্যং- অপরের প্রতি করুণার ভাব পোষণ করা; ১৩) প্রশান্তি- শান্তি।[২৪] এছাড়াও মনুসংহিতা-র ষষ্ঠ অধ্যায়ের বিরানব্বই শ্লোকে[৪২] আরো দশটি নৈতিকগুণাবলীর উল্লেখ করা হয়েছে। সেগুলি হল : ধৃতি (ধৈর্য বা সন্তোষ), ক্ষমা (কেউ অনিষ্ট করলেও তার অনিষ্ট না করা), দম (ঔদ্ধত্য না থাকা), অস্তেয় (অন্যায়পূর্বক অপরের সম্পদ হরণ না করা), শৌচ (দেহ ও মনে শুদ্ধতা বজায় রাখা), ইন্দ্রিয় নিগ্রহ (নিজ নিজ বিষয় থেকে ইন্দ্রিয়গুলিকে প্রত্যাহার করা), ধী (শাস্ত্রজ্ঞান), বিদ্যা (আত্মজ্ঞান), [ধী ও বিদ্যা- এই দুটির মধ্যে প্রভেদ হল, প্রথমটি কর্মজ্ঞান ও দ্বিতীয়টি অধ্যাত্মজ্ঞান] সত্য, অক্রোধ (যে ক্রোধ উৎপন্ন হতে পারত তা না হওয়া)। এই দশটি নৈতিক সদ্‌গুণ ধর্মের লক্ষণ (স্বরূপ)। যাকে মনু সাধারণ ধর্ম বলেও উল্লেখ করেছেন। যে সদ্‌গুণগুলি একজন ব্যক্তির মধ্যে থাকলে তাকে ধার্মিক বলতে পারি।

> দশম অধ্যায়ের তেষোটি নং শ্লোকে মনু ধর্মের একটি লক্ষণও প্রদান করেছেন, লক্ষনটি হল-
> অহিংসা সত্যমস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
> এতং সামাসিকং ধর্মং চাতুর্বর্ণেহব্রবীন্মনুঃ।।[২৫]

অর্থাৎ 'অহিংসা (জীবিকার জন্য যেসব প্রাণীবধ নির্দিষ্ট আছে তা ভিন্ন অন্য প্রাণীর প্রতি হিংসা ত্যাগ), সত্য কথা বলা, অস্তেয় (চুরি না করা), শৌচ (মাটি-জল প্রভৃতির দ্বারা শরীর শুদ্ধি) এবং ইন্দ্রিয় সংযম – এইগুলি বর্ণ-জাতি-নির্বিশেষে সকল মানুষের সাধারণ ধর্ম'[২৬]। কাজেই উক্ত চারটি হল প্রকৃত ধার্মিকের নৈতিক গুণাবলী বা সদ্‌গুণ। এই সমস্ত নৈতিক সদ্‌গুণ বা মূল্যবোগুলিই ধর্মকে সুগঠিত করে। তাই সমগ্র মানবজাতির কল্যানের স্বার্থে মূল্যবোধগুলি অর্জন করা প্রতিটি মানুষের উচিত।

সিদ্ধান্ত: উপরিলিখিত আলোচনা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, ভারতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে বর্ণিত বিভিন্ন গ্রন্থগুলিতে ধর্ম নৈতিক মূল্যবোধ অর্জন ছাড়া কিছু নয়। এমনকি ভারতীয় চিন্তাবিদেরা ধর্ম রূপে যেসকল কর্তব্যের উল্লেখ করেছেন সেগুলিকে কর্তব্য বলার পরিবর্তে সদ্‌গুণ বলাই শ্রেয়। বিশেষত সদ্‌গুণ ও কর্তব্যের মধ্যে এক আন্তর সম্পর্ক বর্তমান। এইজন্যই একজন ব্যক্তি তার জীবনে মূল্যবোধ গুলি অর্জন করে কর্তব্যের আকারে সেগুলিকে প্রকাশ করে। যা তাকে শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার পথে পরিচালিত করবে এবং সমাজস্থ অপরাপর ব্যক্তিদের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে সাহায্য করবে। তাই সমাজের কল্যাণের

স্বার্থে সমাজের সর্বস্তরের প্রতিটি মানুষের উচিত কিছু মূল্যবোধের জ্ঞান অর্জন করা এবং সেগুলিকে বাস্তবায়িত করা। আর অধিকাংশ ভারতীয় গ্রন্থই এই মূল্যবোধের শিক্ষা দিয়ে সমৃদ্ধ। যেগুলির অধ্যয়ন আমাদের জীবনকে নৈতিকভাবে পরিচালিত হতে প্রেরণা জোগাবে। আরো উল্লেখ্য যে, মানুষের মন চিন্তা, অনুভূতি এবং ইচ্ছার সমন্বয়ে গঠিত। তাই আমরা যদি শুধুমাত্র চিন্তা বা বুদ্ধিমত্তায় সমৃদ্ধ হই, তাহলে তা যথেষ্ট নয়। আমাদের মধ্যে সকলের কল্যাণ করার সদিচ্ছা এবং সকলের প্রতি করুণা, দয়া, ভালোবাসা ইত্যাদির অনুভূতি বা আবেগ থাকাটাও প্রয়োজন। কিন্তু আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় এবং জীবন যাপনে কেবল বুদ্ধির বিকাশকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়, ব্যক্তির আবেগ ও ইচ্ছাকে কিরূপে উন্নত করা যায়– সেই বিষয়ে কোনো গুরুত্ব দেওয়া হয় না। কিন্তু আবেগ আমাদের জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, অনেক সময় আমরা আমাদের কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত থাকলেও সঠিক আবেগের অভাবশত তা পালনে ব্যর্থ হই। ইচ্ছার ক্ষেত্রেও এই একই কথা প্রযোজ্য। তাই বুদ্ধিমত্তার বিকাশের পাশাপাশি মূল্যবোধ অর্জনের মাধ্যমে আমাদের অনুভূতি ও ইচ্ছাগুলিকেও উন্নত করতে হবে। এটা সত্য যে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতির ফলে মানুষের জীবন-যাপনের পন্থায় অনেক অগ্রগতি হলেও মানবতার উত্তরণে আমরা ব্যর্থ। এই যান্ত্রিক যুগ আমাদের ক্রমশ ঠেলে দিয়েছে মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের দিকে। এই অবক্ষয় রোধ সম্ভব কেবল মূল্যবোধের শিক্ষার যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে। অতএব যত দ্রুত সম্ভব আমাদের উচিত ইতিবাচক উদ্যোগ গ্রহণ করা, যাতে মূল্যবোধের অবক্ষয় রোধ করে আমরা একটি সমৃদ্ধ, ভারসাম্যপূর্ণ এবং নৈতিক সমাজ গড়ে তুলতে পারি।

তথ্যসূত্র:

[১] "we may define ethics as the normative science of the conduct of human beings living in societies - a science which judges this conduct to be right or wrong, to be good or bad, or in some similar way." William Lillie, *AN INTRODUCTION TO ETHICS,* University Paperbacks, London, 1948, p.21.

[২] বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *বঙ্কিম রচনাবলী* (দ্বিতীয় খণ্ড), সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৩৬১, পৃষ্ঠা - ৬৭১।

[৩] অমিতা চ্যাটার্জী (সম্পাদিত), *ভারতীয় ধর্মনীতি,* এলাইড পাবলিশার্স লিমিটেড, কলকাতা, ১৪০৫, পৃষ্ঠা-১১।

[৪] গোপীনাথ ভট্টাচার্য, *ভারতীয় দর্শন ও তার বিশিষ্ট পটভূমিকা,* তত্ত্ব ও প্রয়োগ, ১৯৯৫, পৃ–৫৪।

[৫] শ্রী শ্যামাপদ ন্যায়তর্কতীর্থ, *প্রশস্তপাদভাষ্যম,* দামোদর আশ্রম, ১৯৮৮, পৃ-৫৪।

[৬] শ্রী শ্যামাপদ ন্যায়তর্কতীর্থ, *প্রশস্তপাদভাষ্যম,* দামোদর আশ্রম, ১৯৮৮, পৃ–৫৪।

[৭] *মীমাংসা সূত্র* ১|১|১

[৮] পণ্ডিত শ্রীভূতনাথ সপ্ততীর্থ (অনূদিত), *মীমাংসা দর্শনম্* (প্রথম খণ্ড), সংস্কৃত বুক ডিপো, ১৩৫২, পৃ - ৭

[৯] চোদনা ইতি ক্রিয়ায়াঃ প্রবর্ত্তকং বচনমাহুঃ।

— *মীমাংসা সূত্র* ১/১/১, *শবরভাষ্য,* বেনারস সংস্করণ, ১৯১০, পৃ - ৩।

[১০] অমরনাথ ভট্টাচার্য, "মীমাংসা দর্শনে ধর্ম ও ঈশ্বর", *ধর্মনীতি ও শ্রুতি,* ইন্দ্রানী সান্যাল ও রত্না দত্ত শর্মা (সম্পাদিত), মহাবোধি বুক এজেন্সি, কলকাতা,১৪১৫, পৃ – ৫৬।

[১১] তেন বঃ পুরুষং নিঃশ্রেয়সেন সংযুক্তি, স এব ধর্মশব্দেনোচ্যতে ।

— *মীমাংসা সূত্র, শবরভাষ্য,* বেনারস সংস্করণ, ১৯১০, পৃ - ৩।

[১২] *মীমাংসা সূত্র* ১/১/৪

[১৩] *মীমাংসা সূত্র* ১/১/৫

[১৪] *মীমাংসা সূত্র* ১/১/২, *শবরভাষ্য,* বেনারস সংস্করণ, ১৯১০,পৃ - ৩।

[১৫] *ভগবদ্গীতা* ২/৭

[১৬] *ভগবদ্গীতা* ১২/২০

[১৭] অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ। নির্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী ॥ *ভগবদ্গীতা* ১২।১৩
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ। ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ *ভগবদ্গীতা* ১২।১৪
যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ। হর্ষামর্ষ ভয়োদেদ্বগৈমুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥ *ভগবদ্গীতা* ১২।১৫
অনপেক্ষঃ শুচিদক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ। সর্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ *ভগবদ্গীতা* ১২।১৬
যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি। শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান যঃ সমে প্রিয়ঃ ॥ *ভগবদ্গীতা* ১২।১৭
সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ। শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জিতঃ ॥ *ভগবদ্গীতা* ১২।১৮
তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ। অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ ॥ *ভগবদ্গীতা* ১২।১৯
— শ্রী জগদীশ চন্দ্র ঘোষ, *শ্রী গীতা,* প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরি, ২০১০, পৃ-৪০৩।

[১৮] *ভগবদ্গীতা* ২/৫৫

[১৯] অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জবম্। আচার্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্যমাত্মবিনিগ্রহঃ॥ *ভগবদ্গীতা* ১৩/৭
ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ। জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনম্॥ *ভগবদ্গীতা* ১৩/৮
অসক্তিরনভিষঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু। নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু॥ *ভগবদ্গীতা* ১৩/৯
ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী। বিবিক্তদেশসে বিত্বমরতির্জনসংসদি॥ *ভগবদ্গীতা* ১৩/১০
অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্। এতজ জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোহন্যথা ॥ *ভগবদ্গীতা* ১৩/১১
— শ্রী জগদীশ চন্দ্র ঘোষ, *শ্রী গীতা,* প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরি, ২০১০, পৃ – ৪১২।

[২০] প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ মোহমেব চ পাণ্ডব। ন দ্বেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি॥ *ভগবদ্গীতা* ১৪।২২
উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে। গুণা বর্তন্ত ইত্যেবং যোহবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে॥ *ভগবদ্গীতা* ১৪।২৩
সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ। তুল্য প্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তুল্য নিন্দাত্মসংস্তুতিঃ॥ *ভগবদ্গীতা* ১৪।২৪
মানাপমানয়োগুল্যগুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ। সর্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে॥ *ভগবদ্গীতা* ১৪।২৫

[২১] *মহাভারত,* শান্তিপর্ব ২৬১/৫৯

[২২] *মহাভারত,* দ্রোনপর্ব, ৮৯/৪৭

[২৩] বিদ্বদ্ভিঃ সেবিতঃ সম্ভিনিত্যমদ্বেষরাগিভিঃ। হৃদয়েনাভ্যনুজ্ঞাতো যো ধর্মস্তন্নিবোধত।। —*মনুসংহিতা,* ২/১।
—ডঃ মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, *মনুসংহিতা,* সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলিকাতা, ১৯৯৩, পৃ-১৯।

[২৪] *মনুসংহিতা* -র উপর রচিত কুল্লূক টীকা, ২/৬। শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন, *মনুসংহিতা,* সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা – ২০।

[২৫] *মনুসংহিতা* ১০। ৬৩

[২৬] ডঃ মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, *মনুসংহিতা,* সদেশ, কলকাতা, ২০০৪, পৃ- ১০৩১।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. ঘোষ, শ্রী জগদীশ চন্দ্র, *শ্রী গীতা,* প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরি, ২০১০।

২. চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, *বঙ্কিম রচনাবলী* (দ্বিতীয় খণ্ড), সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৩৬১।

৩. চ্যাটার্জী, অমিতা(সম্পাদিত), *ভারতীয় ধর্মনীতি,* এলাইড পাবলিশার্স লিমিটেড, কলকাতা, ১৪০৫।

৪. তর্করত্ন, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন, *মনুসংহিতা,* সংস্কৃক পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা, ১৯৯৩।

৫. ন্যায়তর্কতীর্থ, শ্রী শ্যামাপদ, *প্রশস্তপাদভাষ্যম,* দামোদর আশ্রম, ১৯৮৮।

৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ মানবেন্দু, *মনুসংহিতা,* সদেশ, কলকাতা, ২০০৪।

৭. বাগচী, দীপক কুমার, *ভারতীয় নীতিবিদ্যা,* প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১৪।

৮. ভট্টাচার্য, গোপীনাথ, *ভারতীয় দর্শন ও তার বিশিষ্ট পটভূমিকা,* তত্ত্ব ও প্রয়োগ, ১৯৯৫।

৯. মতিলাল, বিমলকৃষ্ণ, *নীতি যুক্তি ও ধর্ম,* আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৯৫।

১০. সান্যাল, ইন্দ্রানী, ও রত্না দত্ত শর্মা (সম্পাদিত), *ধর্মনীতি ও শ্রুতি,* মহাবোধি বুক এজেন্সি, কলকাতা, ১৪১৫।

১১. সপ্ততীর্থ, পণ্ডিত শ্রীভূতনাথ(অনূদিত), *মীমাংসা দর্শনম্* (প্রথম খণ্ড), সংস্কৃত বুক ডিপো, ১৩৫২।

১২. Chattopadhyay, Madhumita, and Tirthanath Bandyopadhyay, (eds.), *ETHICS: AN ONTOLOGY,* Jadavpur University Press, Kolkata, 2015.

১৩. Lillie, William, *AN INTRODUCTION TO ETHICS,* University Paperbacks, London, 1948.

১৪. Malhotra, Nitin, *The Mahābhārata and Dharma Discourse: A Vision of Clarity through Its Tales,* Cambridge Scholars Publishing, UK, 2020.

১৫. Maitra, Susil Kumar, *THE ETHICS OF THE HINDUS,* University of Calcutta, 1963.